সমকাল

তারিখ 26 JAN 2018
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

উপাচার্যের ওপর হামলাকারীদের বহিষ্কারসহ ৫ দফা দাবি

■ সমকাল প্রতিবেদক ও ঢাবি সংবাদদাতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ওপর হামলা, শিক্ষার্থীদের শারীরিক লাঞ্ছনা, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ নষ্ট, কর্মচারীদের মারধর ও শিক্ষার পরিবেশ বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন শিক্ষার্থীরা'। বৃহস্পতিবার দুপুরে 'সচেতন শিক্ষার্থীদের' ব্যানারে আয়োজিত এ মানববন্ধনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। এ ছাড়া সংহতি জানিয়ে টিএসসিকেন্দ্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যরা অংশ নেন।

উপাচার্যের ওপর হামলাকারীদের বিচার চেয়ে মানববন্ধনকারীরা বলেন, যারা উপাচার্য ও শিক্ষকের গায়ে হাত তুলেছে, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ বিনষ্ট করেছে, তাদের বিচার করার দাবি জানাই। এক সময় গুলির শব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঘুম ভাঙত। আমরা চাই না সে অবস্থা আবার ফিরে আসুক।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি আবিদ আল হাসান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করতে কিছু বাম নেতাকর্মীরা ছাত্রদল, শিবিরকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্পাসে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য অযৌক্তিক আন্দোলন করে যাচ্ছে। তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের বোকা বানিয়ে অযৌক্তিক দাবি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের ওপর হামলা করেছে। তাদের এমন কর্মকাণ্ডে সচেতন শিক্ষার্থীরা ঘরে বসে থাকবে না। তারাও রাজপথে নামবে। তারা যদি

■ পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

উপাচার্যের ওপর হামলাকারীদের

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

আগামীতে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলার পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করে, তবে সেটাকে প্রতিহত করা হবে। আগামী ২৯ জানুয়ারি প্রগতিশীল ছাত্র জোট ও নিপীড়নবিরোধী শিক্ষার্থীদের ডাকা ধর্মঘটের বিষয়ে আবিদ আল হাসান বলেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাদের আন্দোলন-সংগ্রাম করার অধিকার আছে। কিন্তু সেই আন্দোলন-সংগ্রাম যদি শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট করা, বহিরাগতদের নিয়ে আসা এবং শিক্ষার্থীদের ক্লাস পরীক্ষার বাধা দেওয়া হয়, তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ তাদের প্রতিহত করবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মোতাহার হোসেন প্রিন্স বলেন, যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, শিক্ষককে লাঞ্ছিত করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের যারা মারধর করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ নষ্ট করে, তাদের বিচার চাই। এসব বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজস্ব আইনে চলে। কারও কোনো হুমকিতে চলে না। যারা আন্দোলন করেছে, তারা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তারা যেসব দাবি উত্থাপন করেছে তা যৌক্তিক হলে বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্যই মেনে নেবে। গত কয়েকদিন আগের ঘটনায় দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আর গত মঙ্গলবারের ঘটনায় আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্তের কাজ চলছে। তদন্ত কমিটিকে দ্রুতই এর প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।